ফরহাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী করায় মেহেরপুরে আনন্দ র্যালি

মেহেরপুর-১ আসনে ফরহাদ হোসেন এমপি কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ র্যালি করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

আজ শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুরের শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে মেহেরপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষীন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আনন্দ র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, কুতুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক বাবুল আক্তার, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ছাত্রলীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন নবগঠিত মন্ত্রিসভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতা-কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরদিন শুক্রবার (১২জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত আসা নেতা-কর্মীরা কেদারগন্জ বাজারে জমায়েত হয়।

বিকাল ৫টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার নেতৃত্বে আনন্দ র্যালীটি মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনও মিছিলে অংশ নেয়।এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন,সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলু সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, সরকারের গত মেয়াদে ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নতুন সরকারে এসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফরহাদ হোসেনসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ

হোসেন নৌকা প্রতিক নিয়ে টানা তৃতীয়বার মেহেরপুর ১ আসন থেকে জয়লাভ করেন। ফরহাদ হোসেনের পিতা মোহাম্মদ সহিউদ্দিন বিশ্বাস (১৯২৩-২১ মার্চ ১৯৯০) বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০২২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

গাংনীতে প্রাণিসম্পদ পরামর্শ কেন্দ্র” সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পলাশীপাড়া শাখার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে প্রায় ৫০ জন খামারি নিয়ে “প্রাণিসম্পদ পরামর্শ কেন্দ্র” সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রাণীসম্পদ পরামর্শ সভায় হাঁস-মুরগী পালেনের উপকারিতা, এর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার, খাবার ব্যাবস্থাপনা, নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানের উপকারিতা, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যাবহার রোধ, পিপিআর,এফএমডি, তড়কা রোগের ভ্যাকসিন প্রদানের উপকারিতা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়।

এসময় খামারিদের সংস্থার চলমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উক্ত ‘পরামর্শ কেন্দ্র’ সভায় রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডা: মোঃ আরিফুল ইসলাম এবং প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: মিনহাজুল আবেদীন (পিএসকেএস)।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপক। উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজনে আর্থিক ভাবে সহোযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার মামলায় আটক ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ৩ জন আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালের দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।

এদিকে আটকের পর মঙ্গলবার দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় মামলার ভিত্তিতে আমরা এ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছি, বাকিদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া আর যেন কোন সহিংসতা না ঘটে সেই লক্ষ্যে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাব হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসসহ মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকালের দিকে

আনন্দবাস ও জয়পুর গ্রাম থেকে তিন জনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় আহত রিক্সা চালকের মৃত্যু

মেহেরপুর পৌর ভূমি অফিসের সামনে ট্রাক্টরের ধাক্কায় রিক্সা চালক মো. কালু মিয়া (৫৩) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

গতকাল সোমবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১২ টা ২০ মিনিটের সময় পৌর ভূমি অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোঃ কালু মিয়া (৫৩), সদর উপজেলা গোভিপুর ভিটাপাড়া গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায় পৌর ভূমি অফিসের সামনে রিক্সার চালক মোঃ কালু
(৫৩) তার নিজ রিক্সার নিয়ে দাড়িয়ে ছিলো অপর দিক থেকে আসা ট্রাক্টর চালক রায়হান (৩৫) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিক্সার চালক কালুর রিক্সাসহ তার শরীরে উঠিয়ে দিয়ে এতে রিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে চালক কালু মিয়া আহত হন। এসময় সে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে আমরা স্থানীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) রেফার্ড করলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

পারবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনায় ট্রাক্টরের চালক রায়হান (৩৫)কে আটক করে সদর থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তি সহিসংতা বন্ধের দাবিতে পরাজিত প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা। পরাজিত প্রার্থীর নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারধর, তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এসকল অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দুপুরে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আপনাদের (সাংবাদিকদের) অভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয় জানেন যে, নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর কর্মি সমর্থকরা পরাজয়ের লজ্জায় এবং নানাবিধ হুমকি ধমকির কারণে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে আড়ালে আবডালে এবং ঘরেই অবস্থান করেন। অন্য দিকে সহিংসতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিজয়ী প্রার্থী স্বয়ং তার কর্মিসমর্থকদের আনন্দ মিছিল সাধারণত করতে দেন না এবং সহনশীল আচারণ করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রীও বরাবরই তা নিষেধ করেন।

কিন্তু মেহেরপুর- মুজিবনগরে বিজয়ী প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আওয়ামীলীগ নেতা কর্মিদের শয়তান বলে আখ্যা দিয়ে আগে থেকেই তার কর্মিসমর্থকদের উসকানি দিয়ে রেখেছেন। নির্বাচনের দিন জানুয়ারি বিকেল ৪টায় ভোট শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকেট গতিতে সুবিদপুর কেন্দ্রের ভোট গনণার শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হয়। এরপর সেখানে এবং দুই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা ও হিংস্রতা শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে।

গতকাল সোমবার রাতে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের লোকজন মিছিল সহকারে গিয়ে মুজিবনগর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রবীন আওয়ামীলীগ নেতা জেলা আওয়ামীলীগ এর সহ সভাপতি জনাব জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের বাসায় হামলা চালায় ইট পাটকেল ছোড়ে এবং তার লোকজনকে মারধর করে। এসময় এলাকা বাসী আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষ বাধে এতে উভয়

পক্ষের লোকজন আহত হয়। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও তার লোকজন প্রানভয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না। এছাড়াও একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আওয়ামীলীগ কর্মি লালনের বাড়িতে হামলা করা হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা ও কালীগাংনী গ্রামে মহিলা মেম্বার বুলবুলি খাতুন ও মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুন ভেজালীকে মেরে আহত করা হয়েছে। বুলবুলিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়। কালীগাংনীর অনেকে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া। তেরোঘরিয়া বিল দখল করে নিয়েছে, যতারপুরে সাহেব আলীর কলা বাগান ও পেঁপে বাগান তছরুপাত করে। সোনাপুরে ছফর আলীর বাড়িতে হামলা করা হয়েছে, উজলপুরে মনছুদ্দিন ও তার পরিবারকে মারধর করেছে নৌকার কর্মি গোলাম মেম্বার, গোভীপুরে আছুনুর রহমান গোপালের উপর হামলা করেছে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজন, আশরাফপুরে হায়দার ও নিজাম সহ ১০/১২ জন আওয়ামীলীগ কর্মিকে মারধর করেছে ও বাড়িছাড়া করেছে, দক্ষিণ শালিকায় ওসাইদ মেম্বারের অফিসে হামলা করেছে, রাধাকান্তপুরে ইসমাইল মেম্বারের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করেছে, চাঁদবিলে হাবিবের বাড়িতে হামলা করায় সে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া, বর্শিবাড়িয়াতে ৮/১০ টি মাটরসাইকেল যোগে প্রতিমন্ত্রীর সমর্থকরা রামদাসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পরাজিত ট্রাক প্রতিকের লোকজনকে খুজতে থাকে, মেহেরপুর পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতির অফিসে তালা দিয়েছে। এছাড়াও প্রতিনিয়তই হামলার ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এর অবসান না হলে হামলার শিকার ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে ঘুরে দাড়ালে আরো মারাত্মক সংঘর্ষ ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর চাপে কোন আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং ভোটে যে কারচুপি হয়েছে তা আপনারাও বুঝতে পেরেছেন।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা: দু’ পক্ষের ২১ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আনন্দবাস গ্রামে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কর্মী সমর্থকদের হমালায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ১৮ কর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয় পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন নেতা-কর্মী।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ঐ গ্রামের জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেরা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আনন্দবাস গ্রামের কিয়ামত আলীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদোস আলী (৫০), আল মাজুল মোল্লার ছেলে আকাশ (২৫), মৃত বক্স বিশ্বাসেট ছেলে টুকু বিশ্বাস (৪০), সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৩), আলতাব হোসেনের ছেলে অন্তর (১৬), ফজলু মোল্লার ছেলে আব্দুল হামিদ (৩২), মৃত জিরোত আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৪৫), মৃত ওসমানের ছেলে আয়াত আলী (৪৫), নঈমুদ্দীন মোল্লার ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৫৯), আয়ূব হোসেনের ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩৫) ওয়াজ কুরুনির ছেলে পিয়াস (২৫), মৃত শওকত আলীর ছেলে আলী ইয়াছিন (৫০) সহ আরো ৬ জন।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

স্থানরীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলীসহ

তিন কর্মীর অবস্থা গুরুতর হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত্ব জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ে করা হয়েছে। কেউ মামলা করলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

মেহেরপুরে দুইটি আসনের ৯ প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত

মেহেরপুর-১ আসনে চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী জামানত রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত (কাস্টিং ভোট) ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট পেলে প্রার্থী জামানত ফেরত পাবেন। সে হিসেবে ওই কাঙ্ক্ষিত ভোট না পাওয়ায় ৯ প্রার্থীর জামানতের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। প্রচলিত কথায় এসব প্রার্থী জামানত হারাচ্ছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত রোববার (৭ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটারের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫৪১। জামানত ফিরে পেতে কাস্টিং ভোটের আট ভাগের এক ভাগ হিসেবে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৯ হাজার ৯৪৩ ভোট পেতে হবে।

ফলাফলে দেখা গেছে, মেহেরপুর-১ আাসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (নৌকা) ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত প্রার্থী সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান (ট্রাক) ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট পান।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন (ঈগল) ১ হাজার ৪৪০ ভোট, জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল হামিদ (লাঙ্গল)

৮২০ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) প্রার্থী তারিকুল ইসলাম লিটন (আম) ৪৫৯ ভোট এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট প্রার্থী বাবুল জম (ছড়ি) প্রতীকে ২৪১ ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের শতাংশ হিসেবে চার প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মোট ২ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোটের মধ্যে প্রদত্ত ভোট ১ লাখ ২৮৫ হাজার ৪১১। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে জামানত ফিরে পেতে একজন প্রার্থীকে সর্বনিম্ন ১৬ হাজার ৫২ ভোট পেতে হবে।

এ আসনটিতে সাতজন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর (নৌকা) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক) ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পান।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির প্রার্থী কেতাব আলী (লাঙ্গল) ৮৯৬ ভোট, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট প্রার্থী শাহ জামাল (ছড়ি) ২৯৪ ভোট, বিএনপির সাবেক এমপি তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী আব্দুল গনি (সোনালি আঁশ) ২৯১ ভোট, বাংলাদেশ কংগ্রেস প্রার্থী আল ফারুক (ডাব) ২৭৩ ভোট এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি প্রার্থী গোলাম রসুল (আম) ২০৮টি ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের হিসেবে এ আসনটিতে এ প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে একজন প্রার্থীর জামানত জমা ছিল ২০ হাজার টাকা। মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের পাঁচ প্রার্থীর ওই জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

মেহেরপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায়

রিক্সা চালক আহত

মেহেরপুর পৌর ভূমি অফিসের সামনে ট্রাক্টরের ধাক্কায় রিক্সা চালক মোঃ কালু আহত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১২ টা ২০ মিনিটের সময় এই দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহত মোঃ কালু (৫৩), গোভিপুর ভিটাপাড়া মৃত আক্কাস আরীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায় পৌর ভূমি অফিসের সামনে রিক্সার চালক মোঃ কালু
(৫৩) তার নিজ রিক্সার নিয়ে দাড়িয়ে ছিলো অপর দিক থেকে আসা ট্রাক্টর চালক রায়হান (৩৫) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিক্সার চালক কালুর রিক্সাসহ তার শরীরে উঠিয়ে দিয়ে রিক্সা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এসময় সে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে আমরা স্থানীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন আহত কালুর মাথা, হাতে ও বুকে গুরুতর ভাবে আঘাত হয়েছে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করে রেখেছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ কনি মিয়া বলে আমরা খবর পেয়ে ঘর্টনা স্থানে থানার একটি টিম পাঠিয়েছি তারা ট্রাক্টর চালক রায়হানকেসহ ট্রাক্টটি ও ভেঙ্গে যাওয়া রিক্সাটি থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ দিকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আহত রিক্সাচালক কালু মারা গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে।